



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 747 - 754

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘কল্পবিশ্ব’ ওয়েব ম্যাগাজিন এবং বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান চর্চার নতুন পরিসর ও প্রকাশরীতি

দীপান্বিতা কাঁড়ার

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : kanrardipanwita@bhu.ac.in

ও

ড. সাম্পান চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

Received Date 20. 12. 2024

Selection Date 01. 02. 2025

Keyword

21st century,
Digital
Reading,
Bengali
science fiction,
progress of
science fiction,
web-magazine.

Abstract

When the period is twenty-first century, changes can be seen in all aspects of language-composition-style of communicating literature whereas the relationship between literature, society and contemporary time is has always been eternal. Now a days, the reader can get the scope to invest in literature reading instantly on his digital devices without having to wait in the book market in search of books or magazines. One suitable example could be of this system is the recent 'webzine'; That is, 'web magazine'. Reading through new technology with apps like Kindle, Google Play Book etc. has become easy. It can be said that electronic voice is one of the contemporary literature publishing mediums. People's opportunity to read is in the blink of an eye, and this has contributed in part to the advancement of science in the modern era. To know the influence of science in literature, the genre of science-fiction has served the thread of Bengali literature from late 19th century.

'Kalpabiswa' magazine has played a special role in the practice of Bengali science fiction literature in the form of webzine. As a result, this year the representative of 'Kalpabiswa' got the first invitation from India at the 'World Science Fiction Convention' (81st).

In the discussion, an attempt has been made to shed light on the development and expansion of Bengali science fiction literature as well as the mainstream of literature and at the same time the use of new technology in Bengali literature as a new direction in literary practice through this particular webzine.



Discussion

সভ্যতার ভবিষ্যৎ সদা পরিবর্তনশীল, সময়ের সঙ্গে চলে যুগের বদল। বিজ্ঞানের উন্নয়ন এনেছে প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতার যুগ। আজ যা অধরা বা কল্পনার পর্যায়ে রইল, কাল তা হতে পারে আবিষ্কারের স্বাক্ষর — এই ভাবেই মানব সভ্যতা এগিয়ে চলেছে উন্নতির পথে। পরিবর্তন ঘটেছে সমাজের সর্বস্তরে— সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চর্চার বিকাশের মাধ্যমে, বিজ্ঞান-চিকিৎসা ক্ষেত্রে আবিষ্কারের মাধ্যমে, মানব প্রজাতির চিন্তা-ভাবনার রূপান্তরের মাধ্যমে পরিবর্তিত হচ্ছে শতাব্দীর ইতিহাস। সেই আদিম প্রস্তরযুগ থেকে রূপান্তরিত হতে হতে আজকের একুশ শতক টেকনোলজির যুগ, আবিষ্কারের যুগ; অন্যভাবে বলা যায় যন্ত্রের যুগ। মানুষ এখন আবিষ্কারগুলির ব্যবহার করতে শিখেছে নিজের প্রাত্যহিক জীবনকর্মে। আবার অতিরিক্ত যন্ত্র নির্ভরতার ফলে যন্ত্রের বিকলতায় মানুষকে সম্মুখীন হতে হয় যন্ত্রের যন্ত্রণায়। তবুও ভালো-মন্দ মিলেমিশে এককথায় একুশ শতক নব আলোর দিশা।

এই আলোকবার্তা এসেছে সাহিত্যের বিষয়ের পাশাপাশি সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গীতেও। কাগজের পাতা উল্টে পড়ার বিকল্প রূপে মানুষ পেয়েছে সফট বা কপি পি.ডি.এফ। যা সহজেই পাঠক পেয়ে যাচ্ছে নিজের মুঠোফোনে, ট্যাব, ল্যাপটপে; নিজের সুযোগ-সুবিধা মতন। তবে বই পাড়ায় বইয়ের সন্ধান, হাতে হার্ডকপির পৃষ্ঠার সুবাস, বই সাজানো ঘরের নিজস্ব ছোট গ্রন্থাগার অবশ্যই আলাদাই আমেজ সৃষ্টি করে বইপোকাদের কাছে। তবে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে এমন অনেক পাঠক থাকেন যাদের সেই সুযোগ হয় না কিন্তু তারা সাহিত্যচর্চায় ভীষণ আগ্রহী। তাই তাদের জন্যে নব প্রযুক্তির উপস্থাপন রীতি হিসেবে অন্তর্জাল খুব উপযোগী মাধ্যম। এছাড়া এমন অনেক অনলাইন জার্নাল আছে যারা অন্তর্জালেই তাদের প্রবন্ধ প্রকাশ করে; যার ফলে সহজেই আমরা তা ঘরে বসে পড়ে ফেলতে পারি। শুধু তাই নয় সম্প্রতি করোনা মহামারীকালে আমরা বুঝেছি অনলাইন ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে কতটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিল; তাই বর্তমানকালে সকল পাঠকদের কাছে এটি একটি আকর্ষণীয় মাধ্যম। এই ব্যবস্থার অন্যতম উদাহরণ সাম্প্রতিককালের ‘ওয়েবজিন’; অর্থাৎ, ‘ওয়েব ম্যাগাজিন’। আবার Kindle, Google Play Book ইত্যাদি দ্বারা নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে এই বইপড়া। কেল্লিজ ডিকশনারি-তে ‘Webzine’ এর অর্থ ‘a magazine that is published on the internet and not on paper,’ আবার ‘ওয়েব ম্যাগাজিন’ এর সংজ্ঞায় আমরা পাই —

“A web magazine is a linear, finite edition of a magazine, just like the app edition. Readers can turn the pages and progress through the magazine the same as they would an app or print magazine. Unlike an app edition, it’s accessed on the Internet through a web browser, meaning it’s accessible on any device and any platform, without restrictions. And unlike print magazines, it also delivers access to a library of all past articles, instantly available with just a click.”³

অর্থাৎ, ‘ওয়েব ম্যাগাজিন’ হল - প্রিন্টের পরিবর্তে ইন্টারনেটে প্রকাশিত সাহিত্য প্রকার; এতে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস, নিবন্ধ, ছবি ইত্যাদি কম্পিউটার, ট্যাব বা মোবাইল ডিভাইসে পড়ার ও দেখার জন্য ডিজাইন করা হয়। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় এই ‘ওয়েব ম্যাগাজিন’-এর সংখ্যা কম হলেও কয়েকটি সক্রিয় ‘ওয়েবজিন’ প্রচলিত। এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ওয়েব ম্যাগাজিন হল- ‘জয়ঢাক’, ‘কল্পবিশ্ব’ ও ‘ম্যাজিক ল্যাম্প’। যারা বিশ্বের দরবারে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের নানা রঙের ডালি সাজিয়ে উপহার দেয়। আলোচনার সুবিধার্থে ও নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করার জন্যে কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক ওয়েব ম্যাগাজিন ‘কল্পবিশ্ব’ সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচিত করা হল।

‘কল্পবিশ্ব’ বাংলা ভাষায় কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম ওয়েব ম্যাগাজিন। যার উদ্ভব কয়েকজন কল্পবিজ্ঞান প্রেমীদের হাতে; একুশ শতকের দুইয়ের দশকে ২০১৬ সালে। সাহিত্যের মূলধারার পাশাপাশি আরেকটি স্বল্প চর্চিত ধারা ছিল কল্পবিজ্ঞান। এই কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম পত্রিকা ছিল ‘আশ্চর্য্য!’ এরপর ‘বিস্ময়’, ‘ফ্যানটাস্টিক’ পত্রিকা প্রকাশিত হলেও প্রথম দুটি পত্রিকা স্বল্প কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যায়। তবে কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখি প্রকাশিত হতে থাকে সাহিত্যের বিভিন্ন পত্রিকার মধ্যে। সাহিত্যের এই অবহেলিত স্বল্প চর্চিত ধারাটিকে বিশ্বের দরবারে বহুল চর্চিত ধারায় রূপান্তর করায়

‘কল্পবিশ্ব’র অবদান অনস্বীকার্য। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে তাদের নব প্রয়াস কল্পবিজ্ঞান শাখার শ্রীবৃদ্ধি করে চলেছে এবং একই সাথে পরিচিত জগতের পরিসর বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এই ই-পত্রিকার মূল আলোচনার বিষয় হবে কল্পবিজ্ঞান, অলৌকিক ও ফ্যান্টাসি। ‘কল্পবিশ্ব’-এর প্রথম সংখ্যাতে ‘সম্পাদকীয় কলমে’ তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠকদের জানিয়েছিলেন, —

“প্রতিষ্ঠিত লেখকদের আরও বেশি এই জঁর এর লেখা লিখতে অনুরোধের পাশাপাশি কল্পবিশ্বের মাধ্যমে আমরা নতুন ইচ্ছুক লেখকদেরও এই পত্রিকার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ঘটানোর সুযোগ দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল প্রত্যেক সংখ্যায় বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের ক্লাসিক কিছু লেখা অনুবাদের মাধ্যমে বাংলার পাঠকদের সামনে তুলে ধরা। এছাড়াও নিয়মিত থাকবে দেশ-বিদেশের কালজয়ী কিছু লেখকের জীবন ও রচনা পরিচিতি। এই তিনটি বিষয় নিয়ে নিয়মিত চর্চা করে আমরা চাইছি পালে যদি কিঞ্চিৎ বাতাস লাগানো যায়। যদি সামান্য ও জোয়ারও আসে এই অবহেলিত কল্পনার সমুদ্রে।”^২

আর তাদের কল্পনার সমুদ্রে বিপুল জোয়ার আসে বর্তমান বছরেই কারণ তারা আহ্বান পায় ‘২০২৩ চেংডু ওয়ার্ল্ডকনে’। অর্থাৎ, ৮১তম কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক ‘ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স’ - এ, যা অনুষ্ঠিত হয় চীনে। প্রথম কোনো ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স - এ বাংলা কল্পবিজ্ঞান এবং তার ইতিহাসকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হল। এই পত্রিকায় বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশিত হয় নতুন ও পরিচিত লেখকদের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা (গ্রন্থ, চলচ্চিত্র), বিশেষ আকর্ষণ (এখানে থাকে বিভিন্ন কালজয়ী লেখকদের সাক্ষাৎকার), কবিতা, লিমেরিক, কুইজ ইত্যাদি বিভাগ। এছাড়া থাকে কিছু বিশেষ থিমের উপর আকর্ষণীয় ‘বিশেষ সংখ্যা’।

‘কল্পবিশ্ব’র প্রথম সংখ্যায় ব্ল্যাকহোল বিষয়ক একটি রচনা রয়েছে। লেখক দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের ‘হরেনবাবু ও ব্ল্যাকহোল’। আমাদের অনেকের এমন অনেক স্বপ্ন থাকে বা আশা থাকে বড় হয়ে কন একটি কাম্য স্বপ্নের লক্ষ্যে পৌঁছানোর কিন্তু বাস্তবে অন্য কিছু হলে মনে হয় সেটা হলে বেশি ভালো হত। এমনই হয়েছিল স্কুলশিক্ষক হরেন বাবুর সঙ্গে। তাঁর স্বপ্ন ছিল ইংরেজিতে এম.এ পড়ে আই.এ.এস পরীক্ষায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হবার, এতে তাঁর জীবন সুখময় হতে পারতো। আচমকই তার এই ইচ্ছাপূরণ সম্ভব হয়েছে সমান্তরাল দুনিয়া বা Parallel world-এর আর্টিস্ট হরেন শাসমল ও তার যন্ত্রের সাহায্যে। যন্ত্রটি হল মিনি ব্ল্যাকহোল। আমরা ব্ল্যাকহোল প্রসঙ্গ আগেও পেয়েছি বিশিষ্ট কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক লেখকদের রচনায়। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা সিরিজের গল্পে ‘কালো ফুটো সাদা ফুটো’, ‘ফুটো’ নামক জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গল্পগুলিতে। যেখানে বিভিন্ন ডাইমেনশন ও ভিন্নগ্রহের কল্পনা করা হয়েছিল। তবে আলোচ্য গল্পের লেখক দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য তুলে ধরেছেন পৃথিবীর মতন অনেক পৃথিবীর কথা, একই চেহারায বিভিন্ন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন পেশার মানুষের কথা এবং তাদের সঙ্গে মিলিত হবার অদ্ভুত খুদে যন্ত্র, যার কর্মপদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষক হরেনবাবু নিজের একঘেয়েমি জীবন থেকে বেরিয়ে ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছিল ম্যাজিস্ট্রেট জীবনের। আর্টিস্ট হরেনবাবুর উপহার দেওয়া যন্ত্রের কর্মপদ্ধতি ছিল কিছুটা এই রকম—

“ছবিটা পষ্টাপষ্ট যেই মনের মধ্যে দেখতে পাওয়া, অমনি বাক্সের ভিতর থেকে একটা গুণগুণ আওয়াজ উঠল। বাক্স জানান দিচ্ছে সে রেডি। এবারে রওনা হলেই হয়। হরেন বাবু এইবার নীচু হয়ে তার মুখের ঢাকনাটা খুলে দিলেন। ভেতরে মটরদানার সাইজের কালো কুচকুচে একখানা বল ভাসছে - এক মুহূর্তের জন্য শুধু হরেনবাবু দেখতে পেয়েছিলেন সেটাকে, তারপর একটা ভয়ানক হ্যাঁচকা টানে তিনি ফিতের মতন সরু হয়ে সৈঁধিয়ে গেলেন বলটার ভিতর।

ছোট্ট ব্ল্যাকহোলটা তাঁকে গোটাগুটি টেনে নিয়ে, বাক্সের গায়ে আঁটা মিনিকমপুটারে ধরে রাখা হরেনবাবুর ইচ্ছাটা যে সমান্তরাল পৃথিবীতে সত্যি হয়েছে সেইখানে ছুঁড়ে ফেলল এক নিমেষের মধ্যে—

”৩

তবে সমান্তরাল পৃথিবীতে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে শিক্ষক হরেনবাবুর ভ্রান্তি দূর হয়, কোন পেশাই আরামের নয়, সেখানে রয়েছে অনেক ধরনের কর্মসমস্যা তাই ‘পুনর্মুখিক ভব’ হয়ে শিক্ষক জীবনে পুরনো পৃথিবীতে তিনি ফিরে আসেন এবং সেই মিনি ব্ল্যাকহোল যন্ত্রটিকে পুকুরে বিসর্জন দেন। একই সাথে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘মহাকাশের দূত’, অদ্বীশ বর্ধনের ‘প্রমোদ কন্যা’ প্রমুখ প্রবীণ লেখকদের পাশাপাশি সৌগত বসুর ‘দেবযন্ত্র’, সন্তু বাগ, প্রমুখ নবীনদের লেখালিখি।

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় ‘কল্পবিশ্বে’র উপস্থাপন ছিল কিছু সোভিয়েত আমলের রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন কাহিনীর সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করা। সংখ্যাটি ছিল ‘রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন’ বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে সমাজ তেমন ভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তন ঘটায় চিন্তাভাবনার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বলশেভিক বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ - এইসবের মধ্যে দিয়ে উত্থান ঘটে নতুন রাষ্ট্রের। কির বুলিচেভ, আনাতলি দনেপ্রভ, আইগির রশোকোভতস্কি, ভ্যালেন্টিনা জুরাভ্লিয়োভা, আলেক্সান্দর বেলিয়ায়েভ, গেল্লাদি গোর প্রমুখ রাশিয়ান লেখকদের রচনার অনুবাদ এই সংখ্যায় পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায়, সাহিত্যে অনুবাদের ধারাকেও ‘কল্পবিশ্ব’ চলমান রেখেছে।

তার মধ্যে যুরি গ্লাজকভ - এর ‘শান্ত গ্রহ’ রচনাটি হল ‘The Mirror Planet’-এর ভাবানুবাদ। যেখানে দেখি, অদ্ভুত সুন্দর ক্ষমতা সম্পন্ন গ্রহের উপর ক্ষমতার লাভের প্রয়াস অন্য প্রান্তের অবস্থানকারী এক গ্রহের। তারা বারে বারেই শান্ত গ্রহে আক্রমণ করে এবং অসফল হয়। আধুনিক সমরাস্ত্র প্রেসক্রুজার, লেজার কামান, নিয়ন্ত্রণযোগ্য মিসাইল, ট্যাঙ্ক, এয়ার ক্র্যাফট ইত্যাদি যন্ত্র নিয়েও যুদ্ধের শেষে পড়ে থাকে যন্ত্রাংশের টুকরো ও আক্রমণকারীদের দেহাবশেষ। আক্রমণকারী কাউন্সিলের আলোচনায় কর্নেল ত্রুক শান্ত গ্রহ আক্রমণ করার পদ্ধতি ও পরিকল্পনা জানান। শান্ত গ্রহটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে কাহিনীতে যেমন তাদের তরফ থেকে কোন যুদ্ধযান আক্রমণকারী গ্রহে আসেনি, বরং আক্রমণকারী গ্রহের সমপরিমাণ ফেরত আসে শান্ত গ্রহ থেকে। ত্রুকের পরিকল্পনা মতন এবার শান্ত গ্রহে আগে অবতরণ করা হবে, তারপর আক্রমণ করা হবে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে এবারেও তিনটি ট্যাঙ্ক আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে চুরমার হল এবং ত্রুক নিজে আক্রমণ করার সময় দেখলো—

“কিন্তু শত্রুপক্ষের অবয়বটাও ওর মতোই ভাবছিল নিশ্চিত। প্রায় ছায়ার মতোই ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। সময় নষ্ট না করে ত্রিগারে চাপ দিলেন জেনারেল ত্রুক। পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে গুলিটা চালানোর সময় দেখতে পেলেন শত্রুপক্ষের মুখ। তার নিজেরই মুখ...কাদা রক্ত ঘামে মাখামাখি সোনালী চুলওয়ালা মাথা...বিস্ফারিত চোখে যুগপৎ ঘৃণা ও ভয়ের ছাপ...বুকের বোতাম খোলা ওভার কোট...সে কোটের বুকের কাছে লাগানো আছে এক বিশেষ চকচকে তারা।”^৪

অর্থাৎ, বিপরীত দিকে যে আক্রমণকারী সে তারই প্রতিমূর্তি। আসলে এই শান্ত গ্রহ হল অন্য প্রান্তে অবস্থানরত আক্রমণকারী গ্রহের Mirror Planet। আমরা আয়নায় যেমন প্রতিচ্ছবি দেখি কিন্তু সেটা হয় উল্টো তেমন ভাবে লেখক দেখিয়েছেন এই যুদ্ধবাজ গ্রহের শান্তচিত্র। একই সাথে সমাজের আত্মসী নীতি, সমাজের ক্ষমতা লাভের প্রতিচ্ছবি চিত্রিত করেছেন লেখক এই কাহিনীতে। এছাড়া আলেকজান্দ্র কুপিনের অভিবাদন কাহিনিটি প্রাক বিপ্লব যুগের ভবিষ্যতের কল্পনার রাজ্যের দৃশ্যপটের বাস্তব মূল্যায়ন।

‘কল্পবিশ্বে’র ‘কল্পাবতী কল্পবিজ্ঞান লেখেনি’ (চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) সংখ্যার বিষয় নারীদের কলমে কল্পবিজ্ঞান, যার মধ্যে দিয়ে জানা যায় কল্পবিজ্ঞান ধারায় মেয়েদের সংখ্যা কম হলেও ছিল না তা নয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বেগম রোকেয়ার ‘সুলতানাজ ড্রিম’ ইংরেজিতে হলেও প্রথম বঙ্গনারীর রচনা। যিনি তৎকালীন সময়ে স্বপ্নে হলেও এমন এক পৃথিবীর কল্পনা করেছিলেন যেখানে সমাজের কত্রী নারী। এরপর আমরা পেয়েছি লীলা মজুমদার, বাণী বসু, এগাফী চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রমুখ থেকে শুরু করে বর্তমান প্রজন্মের কিছু তরুণী লেখককে। বর্তমানকালে যশোধরা রায়চৌধুরী, অনুষ্টপ শেঠ, কৃষ্ণা বসাক প্রমুখ বঙ্গনারীর কলমে কল্পবিজ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। কল্পবিশ্বের অবদানে আমরা পাচ্ছি নতুনদের পাশাপাশি পুরানো স্বনামধন্য লেখিকাদের চিরস্মরণীয় রচনাগুলি, যেগুলি হয়তো অনেকেরই অজানা। আবার পড়তে চাইলেও যা সহজপ্রাপ্য নয় কারণ পুরনো অনেক বই আজ আর রিপ্রিন্ট হয়না। ‘কল্পবিশ্ব’ ওয়েজিন এই

হারিয়ে যাওয়া লেখাগুলি সহজেই পৌঁছে দেয় আমাদের কাছে, নতুন লেখকদের পাশাপাশি ফিরিয়ে দেয় প্রবীণ লেখকদের পুরাতন রচনাকে ফিরে দেখার সুযোগ। এই বিশেষ সংখ্যায় আমরা পেয়েছি বাণী বসুর কলমে এক অন্য ধরনের রচনা- ‘কাঁটাচুয়া’। কাহিনির শুরু থেকে রহস্যময় মৃত্যুর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যা শুরু হয় একটি-দুটি বিকল্প হত্যার ঘটনা থেকে; পরে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে মৃত ব্যক্তির সারা দেহে কিছু রহস্যময় একই মাপের ছিদ্র লক্ষ করা যায় এবং রক্তক্ষরণে তাদের মৃত্যু হয়। তবে কাহিনিতে একটি লক্ষ করার বিষয় প্রতিটি মৃত ব্যক্তি পুরুষ এবং কোন আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। আসলে এখানেই লুকিয়ে রয়েছে রহস্যের মূল জট। এই গল্প হল নারীর স্ত্রীলতাহানি, ধর্ষণের বিরুদ্ধে তাদের যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ শলাকাবিন্দুর ঘটনা। এবং মিউটেশনের মোড়কে নারীর রুখে দাঁড়ানোর প্রতিবাদ। লেখিকার অসাধারণ বর্ণনায় ফুটে ওঠে সেই অসহনীয় অত্যাচারের মুহূর্তে নারীর প্রতিটি লোমকূপ যেন ধারালো শলাকায় পরিণত হয়েছে। কাহিনিতে রিপোর্টার নন্দনা যখন কানাই মাঝির বউ কিংবা মাধ্যমিক পড়ুয়া রুণার কাছে রিপোর্ট সংগ্রহে আসে তখন শজারুর কাঁটারূপ অদৃশ্য হত্যাকারীর রহস্য উদ্ধার করতে কিছুতেই পারছিল না। কিন্তু স্বয়ং তার সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটলে সে সহজে হিসেবে মেলাতে পারে। নন্দনা যখন তার দূর সম্পর্কীয় দাদা অবিনাশের শিকার হয়েছে, সেই অংশে লেখিকার বর্ণনা লক্ষণীয় —

“ক্রমশ শোক সন্ধ্যার অন্ধকার আরো দম বন্ধ করা, ক্রমশ এক বুনো জান্তব গন্ধে ভরে যায় ঘর। প্রবল বমি পেতে থাকে নন্দনার। তার বাহ্য সংজ্ঞা লোপ পাচ্ছে। সামনে দুলছে কুয়াশার পর্দা ভেদ করে কিছু দেখা যায় না। প্রত্যেকটি লোমকূপ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে চকচকে মসৃণ তীক্ষ্ণ দৃঢ় শলাকা।”^৫

নারীর কলমে কল্পবিজ্ঞানের এক অসাধারণ কাহিনি ‘কাঁটাচুয়া’ গল্পটি। নারী ও প্রকৃতির মধ্যে একটি নিবিড় সংযোগ কল্পনা করা হয় সর্বদাই। প্রকৃতির প্রদত্ত উপহাররূপে এই কাঁটা নারীর প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে এই গল্পে। নন্দনার পিনকুশন, রুনার কাঁটা কম্পাস কিংবা কানাই মাঝির বউয়ের চুলের কাঁটা হয়তো রহস্যময় কাহিনির শজারুর কাঁটা।

অন্যদিকে, এগাফী চট্টোপাধ্যায় বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ধারায় বেশ কিছু রচনা লিখেছিলেন ঘনাদার পিসতুতো ভাইকে কেন্দ্র করে। এই ভদ্রলোকের শ্রোতা ছিল চারজন। ‘আইসবার্গ’ কাহিনিতে সামান্য আইসক্রিম থেকে ঘনাদার পিসতুতো ভাই পৌঁছে যায় আইসবার্গ বিষয়ক ভাবনায়। অত্যন্ত কৌশলে লেখিকা পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিকগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন— বনভূমি ধ্বংস করে নগরায়ণ, পেট্রোল-জ্বালানি ব্যবহারে মাত্রারিক্ত দূষণ, গ্রীন হাউস এফেক্ট প্রভৃতি বিষয়গুলি ঘনাদার পিসতুতো ভাই কাহিনিতে বলেছে। যেখানে কল্পনায় লেখিকা দেখিয়েছেন মেরু অঞ্চলের বরফ গলে কলকাতার রাস্তায় নৌকো ভেসে চলার ঘটনা। একই সাথে পরিবেশ সংক্রান্ত সরকারি পদক্ষেপ, কিয়াটো সম্মেলন, জি-এইট প্রভৃতি রাজনৈতিক বিষয়গুলি কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে।

এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে লীলা মজুমদারের ‘ফর্মুলা ১৬’ গল্পটি। যেখানে দেখি বৈজ্ঞানিক চর্চায় গবেষণারত ধনকাকা প্রাণীবিদ্যায় যুগান্তর পরিবর্তনকারী বিশেষ ফর্মুলার সন্ধান পায়। তার গুরুদেবের ফর্মুলা ১৬-এর সামান্য ব্যবহারে ঘটে চমৎকার সব ঘটনা। এতে অমরত্ব লাভ করা যায়, বুদ্ধিমান হওয়া যায়, আবার অতিরিক্ত ব্যবহারে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত এই আবিষ্কারের সূত্রও নষ্ট হয় এবং ঔষধের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিশেষে অমূল্য আবিষ্কার স্বপ্ন হয়েই থাকে। ঘনাদা ও শঙ্কুর মতন সমস্ত আবিষ্কারের প্রমাণ লোপাট হয় কাহিনির পরিসমাপ্তিতে।

কল্পবিশ্বের ‘হাস্যরসাত্মক কল্পবিজ্ঞান’ সংখ্যায় (অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) স্থান পেয়েছে হাস্য রসের কাহিনি। সাহিত্যে হাস্য এমন এক বিষয় যেখানে সহজ-সরল, প্রাণবন্ত হাসি থাকে আবার কখনো ব্যঙ্গের ছলে ঈঙ্গিতময় বিষয়ও লুকোনো থাকে। হাস্যরসের বিশেষ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে পূর্বে ‘রামধনু’ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসুশীল চন্দ্র মিত্রের ‘বৈজ্ঞানিক বর-যাত্রী সম্বর্ধনা’, পরশুরামের ‘গামানুষ জাতির কথা’, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের ‘ফুটোস্কোপ’ ইত্যাদি রচনা। আবার স্থান পেয়েছে নবীন লেখকদের হাসির রচনা। হাসির মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় যে কোন বিষয়ে ভীষণ জটিল মন্তব্য সহজে বলে দেওয়া যায় যেমন যন্ত্রের যন্ত্রণা কেমন হতে পারে তা হাস্যরসের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই ‘বৈজ্ঞানিক বর-যাত্রী সম্বর্ধনা’ রচনায়। বিজ্ঞানপ্রেমী হিমাচলবাবু তার মেয়ের বিয়েতে সবকিছুতেই যান্ত্রিকতার প্রয়োগ করেছিলেন। সব সুন্দরও ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত যন্ত্রের বিকলতায় তাকে পর্যুদস্ত হতে হয় সকলের সামনে। বিষয়টি দুঃখের হলেও লেখক

হাস্য উপভোগ করার উপাদানে ভরপুর করে উপস্থাপন করেছিলেন কাহিনিটিকে। মানুষ যন্ত্রের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতে লাগলে যন্ত্রের বিকলতায় কি করবে? আমাদের সেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় এই কাহিনিটি।

অন্যদিকে নবীন লেখক এস. সি. মন্ডল মজার কল্পবিজ্ঞান রূপে রচনা করেছিলেন ‘হরিপদবাবু ও ম্যাক্রোকসম গ্রহের অধিবাসী’ রচনাটি। যেখানে হরিপদবাবুর দেখা মেলে ম্যাক্রোকসমগ্রহের অধিবাসী ইনকংরুয়াশ ওরফে কং-এর সাথে। অফিস, বউ, দোকান সব জায়গা থেকে হতাশা-বিরক্তি-বিদ্বেষ পেয়ে হরিপদবাবু ময়দানের মাঠে যখন বিশ্রামরত ছিলেন তখন UFO করে ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা কং- তার কাছে সাহায্যের অনুরোধ করে। কং-যে গ্রহের বাসিন্দা তারা অনেক উন্নত। তাদের সব কিছুই ভার নিয়েছে কৃষ্টি, অর্থাৎ সুপার হাইটেক কোয়ান্টাম কম্পিউটার। যার জন্য তাদের জীবনে চিন্তা-ভাবনা-প্রশ্ন কিছুই নেই। তবে দীর্ঘকাল এরকম থাকার পর কৃষ্টি জানিয়েছে তাদের উন্নতি থেমে গেছে। তাই তারা এসেছে পৃথিবী গ্রহের হরিপদবাবুর কাছে; কিছু দার্শনিক তথ্য দিয়ে তিনি যদি তাদের সহায়তা করেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু না হলে ম্যাক্রোকসম গ্রহের অধিবাসীরা অমর। জেনেটিক রিজেনারেশন প্রক্রিয়ায় তারা ত্রিশ বছর অন্তর পুরনো শরীরকে নতুন করে নেয়। তবে কাহিনিতে মজার বিষয়টি ঘটে যখন হরিপদবাবু কং-কে উপায় বলে দেয় এবং কং তার যন্ত্রে রেকর্ড করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নোট করে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি উপভোগ্য হবে —

“হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হতে হলে, বোধের জন্ম হতে হলে জীবনে প্রেম থাকতে হয়, প্রেমে ব্যর্থতা থাকতে হয়। ব্যর্থতাই মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে। নিজের ব্যর্থতার সময়ে, হৃদয় ভাঙ্গার সময়ে, মানুষ নিজেকে নিয়ে চারপাশ নিয়ে নতুন করে ভাবতে শেখে। এই পৃথিবীর এক মহান দার্শনিক বলে গেছেন ‘হৃদয়ে ফাটল না থাকলে সেখানে আলো প্রবেশ করবে কিভাবে?’ তাই হৃদয়ে আলো প্রবেশের জন্য হৃদয় ফাটল থাকতে হয়। কথায় আছে মানুষ দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝেনা।...”^৬

অন্যদিকে এর অর্থ কং-এর কাছে যা দাঁড়ালো সেটা এমন —

“৪। সকল মানুষের হৃদপিণ্ডে অপারেশনের মাধ্যমে ফাটল তৈরি করতে হবে।

৫। মানুষের দাঁত ভেঙে দিতে হবেই, তবেই দাঁতের মর্ম বুঝবে।”^৭

অর্থাৎ, হাস্যচ্ছলে বোঝাই যাচ্ছে কং-দের চিন্তাশক্তি, ভাবনার পর্যায় লোপ পেয়েছে। যন্ত্রের উপর নির্ভর থেকে থেকে নিজের বোধশক্তিও লোপ পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত রসিক হরিপদবাবু তার সমস্ত দার্শনিক পরামর্শ বাদ দিয়ে কৃষ্টিকে বলে শুধু তাদের গ্রহে বিয়ের প্রচলন শুরু করতে, তবেই সব সমস্যার সমাধান হবে। কল্পবিজ্ঞানের উপাদানের মধ্যে হাস্যরসের ব্যবহার কাহিনিটিকে আরো অনেকাংশেই উপভোগ্য করেছে।

হাস্যরস ও কল্পবিজ্ঞানের মিশেলে এই সংখ্যায় আরেকটি রচনা উল্লেখ করব - সন্দীপ চৌধুরীর ‘ইচ্ছেপূরণ’, যেখানে দেখি মৃত্যু পথযাত্রী অমলবাবুর শেষ ইচ্ছা পরের জন্মে পূরণ হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর। গল্পে দেখা যায়, আলিশা গবেষণায় এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল যার সাহায্যে মানুষের শেষ ইচ্ছা পরের জন্মে পূরণ হবে। আলিশার রিসার্চ অনুযায়ী মৃত্যুর পর আত্মাকে অনুসরণ করা যায় এভাবে এক যন্ত্রে —

“তার পরের জন্ম কোথায় হবে সেটা প্রবালিটির ওপর নির্ভর করে। সেই আত্মার উপর ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে তার গতিবিধির খোঁজ পাওয়া সম্ভব। কোয়ান্টাম এন্ট্যাংগেলমেন্টের সিদ্ধান্ত ব্যবহার করে এই ট্যাগ করা হয়। অর্থাৎ, যে মানুষ আজকে মারা গেল, সে মৃত্যুর পর কবে, কোথায় জন্মাল তার আত্মার সঙ্গে এন্ট্যাংগেল্ড কণা ট্র্যাক করলেই পাওয়া যাবে।”^৮

অমলবাবু আলিশার এই চুক্তির এক ক্লায়েন্ট। মৃত্যুর শেষ কিছু মুহূর্ত আগে অমলবাবু বিভিন্ন ইচ্ছা প্রকাশ করে - উন্নত দেশে জন্মাবে, অবস্থাপন্ন পরিবার হবে, আগের জন্মের স্মৃতি যদি মনে থাকে তবে তা উপভোগ করবে, আলিশার সঙ্গে দেখা করে ধন্যবাদ বলবে। ঘটে ও তাই। তার নতুন জন্মে আগের সব কথা মনে থাকে এবং আলিশার দেখা মেলে কিন্তু তিনি ধন্যবাদ জানানোর বদলে আলিশার উপর রেগে যান। কারণ উচ্চবিত্তশালী দেশগুলিতে জন্ম না হয়ে তার ভারতের মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হয়। এছাড়া সাতাত্তর বছর বয়সের সব স্মৃতি নিয়ে বাচ্চার জীবন আমাদের কাছে হাসির

খোরাক হলেও, কাহিনির চরিত্র অমলবাবুর কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠে। কিন্তু ট্যাব দেখে আলিশা মনে করিয়ে দেয় তার শেষ ইচ্ছা এই দুটিই ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত অমলবাবু মুক্তি পেয়েছে তার নবীন জীবন থেকে পুরানো স্মৃতি মুছে ফেলার ফলে।

ওয়েব ম্যাগাজিন রূপে ‘কল্পবিশ্ব’- এরকম ভাবেই উপহার দিয়ে চলেছে বিভিন্ন স্বাদের কাহিনি, প্রবন্ধ, সমালোচনামূলক লেখা-লিখি, দেশ-বিদেশের খবরা খবর। উপরিস্থ সংখ্যাগুলি বাদেও ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন দ্বি-শতবর্ষ সংখ্যা’ (তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা), ‘ক্লাই-ফাই বা ক্লাইমেট ফিকশন সংখ্যা’ (তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা), ‘ডিটেকটিভ সায়েন্স ফিকশন সংখ্যা’ (চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা), ‘স্ট্যানিসোয়াভ লেম শতবার্ষিকী সংখ্যা’ (সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা), ‘রে ব্র্যাডবেরি সংখ্যা’ (সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা) ইত্যাদি আরো কত রঙিন সংখ্যা উপহার পাওয়া যায় তাদের কাছ থেকে। জানতে পারি, বিদেশে সায়েন্স ফিকশনের চর্চা ধারা। তাদের বিভিন্ন সংখ্যায় লেখালিখির পাশাপাশি আলোচিত হয় বিভিন্ন সায়েন্স ফিকশন (‘সাই-ফাই’) সিনেমা বা সিরিজের রিভিউ। যেমন - ‘Her’, ‘Moon’, ‘Frankenstein’, ‘Close Encounters of the Third Kind’, ‘Son of Flubber’, ‘Metropolis’, ‘Terminator’ ইত্যাদি। আবার আছে সত্যজিৎ রায়, অনীশ দেব, স্কার্লোস সুচলওস্কি, এগাঙ্কী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কল্পবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের বিশেষ সাক্ষাৎকার। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে প্রযুক্তির ব্যবহারে ‘কল্পবিশ্ব’ খুব সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে তাদের মুঠোফোনে। তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তির সুফল রূপে বর্তমানকালে ই-জার্নাল বা ওয়েব ম্যাগাজিন এক প্রচলিত গণমাধ্যম। আর কল্পবিজ্ঞানের অতীত ঐতিহ্যের পাশাপাশি একই সাথে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তা প্রেরণ করে এই বিশেষ ওয়েব ম্যাগাজিনটি।

কাগজ বাদ দিয়ে স্ক্রীন, মুদ্রিত প্রকাশনা বাদ দিয়ে নেট দুনিয়ায় সাহিত্যপাঠ এবং বিষয়ের উদ্ভাবনী কৌশলে ‘কল্পবিশ্ব’-র মত ওয়েব ম্যাগাজিনরা অতএব বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের বেশি যাত্রাপথের ইতিহাসের নতুন আনন্দগান।

Reference:

1. <https://www.mequoda.com/articles/digital-magazine-publishing/clarification-web-magazine/>
Retrieved on 26.12.2023, 10:26pm
2. সম্পাদকীয়, কল্পবিশ্ব, প্রথম সংখ্যা, ২০১৬
<https://www.kalpabiswa.in/article/%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95%e0%a7%80%e0%a7%9f/> Retrieved on 26.12.2023, 10:30pm
3. দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, ‘হরেনবাবু ও ব্ল্যাকহোল’, কল্পবিশ্ব, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৬
<https://www.kalpabiswa.in/article/%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%81-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%B2/> Retrieved on 26.12.2023, 10:50pm
4. যুরি গ্লাজকভ, অনুদিত-প্রতিম দাস, ‘শান্তগ্রহ’, কল্পবিশ্ব, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ২০১৭
<https://www.kalpabiswa.in/article/%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9/> Retrieved on 27.12.2023, 08:40pm
5. বাণী বসু, ‘কাঁটাচুয়া’, কল্পবিশ্ব, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৯
<https://www.kalpabiswa.in/article/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE/> Retrieved on 28.12.2023, 08:30am
6. এস.সি.মন্ডল, ‘হরিপদবাবু ও ম্যাক্রোকসম গ্রহের অধিবাসী’, কল্পবিশ্ব, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই ২০২৩
<https://www.kalpabiswa.in/article/y8n1a10/> Retrieved on 30.12.2023, 09:26am
7. এস.সি.মন্ডল, ‘হরিপদবাবু ও ম্যাক্রোকসম গ্রহের অধিবাসী’, কল্পবিশ্ব, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই ২০২৩
<https://www.kalpabiswa.in/article/y8n1a10/> Retrieved on 30.12.2023, 09:26am

৮. সন্দীপ চৌধুরী, 'ইচ্ছেপূরণ', কল্পবিশ্ব, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই ২০২৩

<https://www.kalpabiswa.in/article/y8n1a11/> Retrieved on 31.12.2023, 10:39am

Bibliography:

সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ, 'কল্পবিজ্ঞান প্রবন্ধসংগ্রহ', কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০২৩